

## ৬০ - سورة الممتحنة مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৬০ : মুমতাহানাহ, মাদানী

(آيَاتُهَا : ١٣ رُكُوعَاتُهَا : ٢)

(আয়াত ১৩, রুকু ২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু  
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। হে মুমিনগণ! আমার শত্রু  
ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু  
রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি  
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ?  
অথচ তারা তোমাদের নিকট  
যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান  
করেছে; রাসূলকে এবং  
তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে  
এ কারণে যে, তোমরা  
তোমাদের রাব্ব আল্লাহর  
উপর ঈমান এনেছ। যদি  
তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের  
জন্য আমার পথে জিহাদের  
উদ্দেশে বহির্গত হয়ে থাক  
তাহলে কেন তোমরা তাদের  
সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ?  
তোমরা যা গোপন কর এবং  
তোমরা যা প্রকাশ কর তা  
আমি সম্যক অবগত।  
তোমাদের যে কেহ এটা করে  
সেতো বিচ্যুত হয় সরল পথ  
হতে।

١. يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا

تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ

أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ

وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ

الْحَقِّ تُخْرِجُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكُمْ

أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي

وَأَبْتَغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم

بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

<p>২। তোমাদেরকে কারু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং কামনা করবে যেন তোমরা কুফরী কর।</p>	<p>۲. إِنْ يَتَّقَوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَّةَ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ</p>
<p>৩। তোমাদের অত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাত দিনে কোন কাজে আসবেনা। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।</p>	<p>۳. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</p>

### সূরা মুমতাহানাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

হাতিব ইব্ন আবি বালতাআহর (রাঃ) ব্যাপারে এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, হাতিব (রাঃ) প্রথম দিকের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ মাক্কায়ই ছিল এবং তিনি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা। শুধু তিনি উসমানের (রাঃ) মিত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাদীনাতে অবস্থান করছিলেন। যখন মাক্কাবাসী চুক্তি ভঙ্গ করে এবং এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা-আক্রমণের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর মনে বাসনা এই ছিল যে, আকস্মিকভাবে তিনি মাক্কা আক্রমণ করবেন। এ জন্যই তিনি মহামহিমাম্বিত আল্লাহর নিকট দু‘আ করেন : ‘হে আল্লাহ! মাক্কাবাসীদের নিকট যেন আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না পৌঁছে।’ এদিকে তিনি মুসলিমদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন।

হাতিব ইব্ন আবি বালতাআহ (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে মাক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখেন এবং এক কুরাইশ মহিলার হাতে পত্রটি দিয়ে মাক্কাবাসীদের

উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। পত্রটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের কথা এবং মুসলিমদের মাক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর লিখিত ছিল। হাতিবের (রাঃ) উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদের উপর কিছুটা ইহসান করা হবে যার ফলে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধন রক্ষিত থাকবে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই গোপন তথ্য অবহিত করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটির পিছনে ঘোড়-সওয়ারদেরকে পাঠিয়ে দেন। পথে তারা তাকে আটক করেন এবং তার নিকট হতে পত্র উদ্ধার করেন। এই বিস্তারিত ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে পূর্ণভাবে এসেছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবু রাফী (রহঃ) অথবা উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবু রাফী (রহঃ) বলেন যে, তিনি আলীকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর (রাঃ) ও মিকদাদকে (রাঃ) পাঠানোর সময় বললেন : ‘তোমরা যাত্রা শুরু কর, যখন তোমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছবে তখন সেখানে উষ্ট্রীর উপর আরোহিণী একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, তার নিকট হতে ওটা নিয়ে নিবে।’ আমরা তিনজন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে চলতে লাগলাম। যখন আমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন দেখি যে, বাস্তবিকই এক মহিলা উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছে। আমরা তাকে বললাম : তোমার কাছে যে পত্রটি রয়েছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও। সে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বলল যে, তার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম : তোমার কাছে অবশ্যই পত্র আছে। তুমি যদি খুশি মনে আমাদেরকে পত্রটি না দাও তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে তোমার দেহ তল্লাশী করে তা জোর পূর্বক বের করে নিব। তখন মহিলাটি তার চুলের ঝুঁটি খুলে ওর মধ্য হতে পত্রটি বের করে দিল। পত্রটি নিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হলাম। পত্র পাঠে জানা গেল যে, ওটা হাতিব (রাঃ) লিখেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের খবর মাক্কার কাফিরদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : ‘হাতিব! ব্যাপার কি?’ হাতিব (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুগ্রহপূর্বক

তাড়াহুড়া করবেননা, আমার কাছ থেকে কিছু শুনে নিন! আমি কুরাইশদের সাথে মিলে-মিশে থাকতাম কিন্তু আমি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলামনা। অতঃপর আমি আপনার উপর ঈমান এনে হিজরাত করে মাদীনায চলে আসি। এখানে যত মুহাজির রয়েছেন তাঁদের সবারই আত্মীয়-স্বজন মাঝায় রয়েছে। তারা এই মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কিন্তু আমার কোন আত্মীয়-স্বজন মাঝায় নেই যে, তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের হিফাযাত করবে। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, কুরাইশ কাফিরদের প্রতি কিছুটা ইহুসান করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কয়েম করব। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কুফরী করিনি এবং ধর্মত্যাগীও হইনি। ইসলাম ছেড়ে কুফরীর উপর আমি সম্ভষ্ট হইনি।

হাতিবের (রাঃ) এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে সম্বোধন করে বললেন : ‘হে জনমণ্ডলী! হাতিব যে বক্তব্য পেশ করেছে তা সত্য। উমার (রাঃ) তখন বলে ওঠেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : ‘আপনি কি জানেন না যে, এ ব্যক্তি বদরে হাযির ছিল? আর আল্লাহ তা‘আলা বদরী সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।’

সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে এটুকু আরও রয়েছে যে, ঐ সময় আল্লাহ তা‘আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। কিতাবুত তাফসীরে আছে যে, আমর (রাঃ) বলেন : এই ব্যপারেই ... **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا** ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা আমরের (রাঃ) নিজের, নাকি এটা হাদীসে রয়েছে এ ব্যপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। ইমাম আলী ইব্ন মাদীনী (রহঃ) বলেন যে, সুফইয়ান ইব্ন উআইনাহকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘এ আয়াতটি হাতিবের (রাঃ) ঘটনার ব্যপারেই কি অবতীর্ণ হয়?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘আমি এটা আমর (রাঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেছি এবং এর একটি অক্ষরও আমি ছাড়িনি। আর আমার ধারণা এই যে, আমি ছাড়া অন্য কেহ এটা মুখস্থ রাখেনি।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৬৬, ৭/৫৯২, ৮/৫০২; মুসলিম ৪/১৯৪১, আবু দাউদ ৩/১০৮, তিরমিযী ৯/১৯৮, নাসাঈ ৬/৪৮৭)

## অবিশ্বাসীদের সাথে শত্রুতা পোষণ এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ** (হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে) এখানে ঐ মূর্তিপূজক ও কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা আমাদের শত্রু এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। মু'মিনদের প্রতি তিনি এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদের সমর্থন না করে, কিংবা তাদের সাথে উঠা-বসা না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ**

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫১)

এটা একটি কঠিন হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ**

হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে করে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫৭) অন্যত্র বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ  
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ مَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلٰىكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ  
করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?  
(সূরা নিসা, ৪ : ১৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰتًا وَيُحٰذِرْكُمْ  
اللّٰهُ نَفْسَهُ

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে, এবং  
তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট  
সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন।  
(সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৮) এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবের (রাঃ) ওয়র কবুল করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর  
সন্তান-সন্ততি এবং মাল-ধনের হিফাযাতের খাতিরেই শুধু এ কাজ করেছিলেন।  
এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে সতর্ক করে বলেন :

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَيَاْكُمُ কেন তোমরা দীনের এই শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব  
স্থাপন করছ? অথচ তারাতো তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে কোন প্রকারের  
ক্রটি করেনা? তোমরা কি এই নতুন ঘটনাটিও বিস্মৃত হয়েছ যে, তারা  
তোমাদেরকে এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জোর  
পূর্বক মাতৃভূমি হতে বহিস্কার করেছে? তোমাদের অপরাধতো এছাড়া কিছুই নয়  
যে, তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল  
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করেছ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَا تَقْمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরূজ, ৮৫ : ৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে : আমাদের রাব্ব আল্লাহ! (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০) মহান আল্লাহ বলেন :

نَ تَومَرَا সত্যিই যদি  
আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বেরিয়ে থাক এবং আমার সম্ভ্রষ্টিকামী হও তাহলে  
কখনও ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করনা যারা আমার শত্রু, আমার দীনের  
শত্রু এবং তোমাদের জান ও মালের ক্ষতি সাধনকারী। এটা কতই না বড় ভুল  
যে, তোমরা গোপনভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে! এই গোপনীয়তা কি আল্লাহ  
তা'আলার কাছে গোপন থাকতে পারে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই  
খবর রাখেন? সুতরাং জেনে রেখ যে, যে কেহ ঐ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে  
সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

نَ يَتَّقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم

بِالسُّوءِ তোমরা কি বুঝনা যে, এই কাফিরেরা যদি সুযোগ পায় তাহলে তারা  
তাদের হাত-পা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবেনা এবং  
মন্দ কথা বলা হতে নিজকে মোটেই সংযত রাখবেনা? তোমরা যখন তাদের  
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত রয়েছ তখন কি করে  
তাদেরকে বন্ধু মনে করে নিজেদের পথে নিজেরাই কাঁটা ছড়াচ্ছ? মহান আল্লাহ  
মুসলিমদেরকে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাতের দিন  
তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, অথচ তাদের খাতিরে তোমরা আল্লাহকে  
অসন্তুষ্ট করে কাফিরদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছ! এটা তোমাদের বড়ই নির্বুদ্ধিতার  
পরিচয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত ক্ষতি কেহ রোধ করতে পারেনা  
এবং তাঁর প্রদত্ত লাভেও কেহ বাধা দিতে পারেনা। নিজের আত্মীয়-স্বজনদের

কুফরীর উপর যে আনুকূল্য করল সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সেই আত্মীয় যে 'ই হোকনা কেন, এমন কি যদি তিনি নাবীও হন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : 'জাহান্নামে।' লোকটি (বিষণ্ন মনে) ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে নিয়ে বলেন : 'আমার পিতা ও তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামে (রয়েছে)।' (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম ১/১৯১, আবু দাউদ ৫/৯০)

৪। তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে গুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহর ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি : আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখিনা। (ইবরাহীম ও তার অনুসারীগণ

۴. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ



<p>বলেছিল) হে আমাদের রাক্ব : আমরাতো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট।</p>	<p>رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ</p>
<p>৫। হে আমাদের রাক্ব আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা, হে আমাদের রাক্ব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।</p>	<p>۵. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>
<p>৬। তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয়ই তাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।</p>	<p>۶. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ</p>

### ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের, অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ একটি সুন্দর উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার হিদায়াত দানের পর তাদের জন্য তাঁর খলীল ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের (রাঃ) নমুনা বা আদর্শ পেশ করছেন যে, তাঁরা স্পষ্টভাবে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে বলে দেন : তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তোমাদের দীন ও পন্থাকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা আমাদেরকে শত্রু মনে করতে থাক যে পর্যন্ত তোমরা এই পন্থা ও মাযহাবের উপর রয়েছ। ভ্রাতৃত্বের কারণে যে আমরা তোমাদের কুফরী সত্ত্বেও তোমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কয়েম রাখব এটা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যদি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেন এবং তোমরা এক ও শরীক বিহীন আল্লাহর উপর ঈমান আন ও তাঁর একাত্ববাদকে মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদাত করতে শুরু কর এবং যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করছ ও তাদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছ তাদের সবাইকেই পরিত্যাগ কর এবং নিজেদের কুফরীর নীতি ও শিরকের পন্থা হতে সরে যাও তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা! এ অবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমাদের ভাই ও বন্ধু হয়ে যাবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক নেই। আমরা তোমাদের হতে ও তোমরা আমাদের হতে পৃথক। তবে হ্যাঁ, এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা পূর্ণ করেছিলেন, এতে তাঁর অনুসরণ করা চলবেনা। কেননা এই ক্ষমা প্রার্থনা ঐ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যে পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার আল্লাহ তা'আলার শত্রু হওয়ার কথা পরিস্কারভাবে জানতে পারেননি। যখন তিনি নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু তখন তিনি স্পষ্টভাবে তার প্রতি অসম্ভুষ্টি প্রকাশ করলেন।

কোন কোন মু'মিন নিজের মুশরিক মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দলীল হিসাবে ইবরাহীমের (আঃ) পিতার জন্য তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনাটি পেশ করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করেন :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জাযিয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করাতো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দূশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১১৩-১১৪) আর এই সূরায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তবে ব্যতিক্রম তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি : আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোন অধিকার রাখিনা। অর্থাৎ মুশ্রিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন আদর্শ নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও এই ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৩১৮)

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, কাওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা‘আলার নিকট আরয় করছেন : رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ  
رَبَّنَا هِ أَللَّا ه! সমস্ত কাজে-কর্মে আমাদের ভরসা আপনার পবিত্র সত্তার উপরই রয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত কাজ আপনার কাছেই সমর্পণ করছি। আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট। এরপর ইবরাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন :

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা। অর্থাৎ যেন এমন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। অনুরূপভাবে যেন এরূপও না হয় যে, আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয় এবং ওটা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয় যে, যদি আমরা সত্যের উপর থাকি তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো কেন? তদ্রূপ এও যেন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে আপনার দীন হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করছেন :

وَاعْفُرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন! আপনিতো পরাক্রমশালী। আমাদের অপরাধসমূহ অন্যের কাছে প্রকাশ করে আমাদেরকে লজ্জিত করবেননা। আপনি আপনার কথায়, কাজে, শারীয়াত ও ভাগ্য নির্ধারণে প্রজ্ঞাময়। আপনার কোন কাজই হিকমাতশূন্য নয়। এরপর গুরুত্ব হিসাবে মহান আল্লাহ পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে কেহ আল্লাহ তা'আলার উপর, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার উপর ঈমান রাখে তার অনুসরণে আগ বেড়ে পা রাখা উচিত। আর যে কেহই আল্লাহর আহ্‌কাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহতো অভাবমুক্ত। তিনি কারও কোন পরওয়া করেননা। তিনি প্রশংসার্হ। যেমন তিনি বলেন :

إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, غَنِيٌّ তাঁকেই বলা হয় যিনি অভাবহীন। একমাত্র আল্লাহরই মধ্যে এই বিশেষণ রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রকারের অভাবমুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া। তাঁর সমকক্ষ কেহই নেই। কেহই তাঁর সাথে তুলনীয় হতে পারেনা। তিনি প্রশংসার্হ। সমস্ত সৃষ্টজীব সদা তাঁর প্রশংসায় রত রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তাঁর সমস্ত কথায় ও কাজে প্রশংসনীয়। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন রাব্বও নেই।

৭। যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।

۷. عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৮। দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননা। আল্লাহতো ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।

۸. لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

৯। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাতো অত্যাচারী।

۹. إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

তুমি যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছ,

আল্লাহ তাদেরকে তোমার বন্ধু করে দিতে পারেন

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এবং তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা এখন বলেন : عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً হতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিবেন। শত্রুতা, ঘৃণা ও বিচ্ছেদের পর হয়তো তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। কোন্ জিনিস এমন আছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওর উপর ক্ষমতা রাখেননা? তিনি পৃথক পৃথক ও পরস্পর বিরোধী জিনিসকে একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। শত্রুতার পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-  
কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন।  
(সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট  
পাইনি? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন।  
তোমরা পৃথক পৃথক ছিলে, তারপর আমারই কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে  
একত্রিত করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ  
أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ  
بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তিনি এমন (মহা শক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং  
মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি  
ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও  
তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই  
ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি  
মহা শক্তিমান ও মহা কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ : ৬২-৬৩)

একটি হাদীসে এসেছে : 'তোমার প্রিয়জনকে স্বাভাবিক ভালবাসা প্রদান কর।  
যে কোন সময় সে শত্রু হয়ে যেতে পারে। আর শত্রুর সাথেও সাধারণ শত্রুতা

কর, এই শত্রুও পরে বন্ধু হয়ে যেতে পারে। (তিরমিযী ৬/১৩৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কাফির তাওবাহ করলে তিনি তার তাওবাহ কবুল করে থাকেন, সে যখন তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও আনুগত্য স্বীকার করে তখন তাকে নিজ করুণার ছায়ায় স্থান দেন, পাপ যত বড়ই হোক না কেন।

## যে কাফির ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়না তার প্রতি দয়াদ্র্ হওয়া যেতে পারে

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ‘যেসব কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিস্কারও করেনি, যেমন মহিলা এবং দুর্বল লোকেরা, তাদের সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার, ইহসান এবং আদল ও ইনসাফ করতে থাক। তিনিতো এরূপ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

আসমা বিন্ত আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমার মাতা মুশরিকা থাকা অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, এটা ঐ যুগের ঘটনা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাক্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ছিল। আমি তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মাতা আমার নিকট আগমন করেছে এবং সে ইসলাম হতে বিমুখ। সে আমার কাছে কিছু পেতে চাচ্ছে, আমি কি তার সাথে ভাল ব্যবহার করব?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখ।’ (আহমাদ ৬/৩৪৪, ফাতহুল বারী ৫/২৭৫, মুসলিম ২/৬৯৬)

মুসনাদ আহমাদের এক রিওয়াযাতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল কুতাইলাহ। সে পনীর, ঘি ইত্যাদি উপটৌকন হিসাবে আসমা বিন্ত আবু বাকরের (রাঃ) কাছে এনেছিল। কিন্তু সে ছিল মুশরিকা। তাই আসমা (রাঃ) প্রথমে না তাঁর মাকে তাঁর বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, আর না তার উপটৌকন গ্রহণ করেছিলেন। তখন আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা لَا يَنْهَاكُمُ

اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ এ আয়াতটি নাযিল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের দেয়া উপহার গ্রহণ করতে বললেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। (আহমাদ ৪/৪) আল্লাহ তা‘আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ এর পূর্ণ তাফসীর সূরা ‘হুজুরাত’ এ বর্ণিত হয়েছে। ওখানে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপ : উত্তম মীমাংসাকারী হল ঐ ব্যক্তি যে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে অন্যদের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এবং তার অধীনস্তদের প্রতি। তাদেরকে আরশের ডান দিকে ঝাড়বাতির উপর স্থান দেয়া হবে। (মুসলিম ৩/১৪৫৮)

### ধর্মের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে দয়া না করার নির্দেশ

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ মহান আল্লাহ বলেন : وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মুশরিকদের সাথে মেলা-মেশাকারী ও বন্ধুত্বকারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন :

يَتَوَلَّوْهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মু‘মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৫১)

১০। হে মু‘মিনগণ! তোমাদের  
নিকট মু‘মিনা নারীরা  
দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা

۱۰. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا



তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা। তোমরা যা ব্যয় করেছে তা ফেরত চাবে এবং কাফিরেরা ফেরৎ চাবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ  
مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ  
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ  
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا  
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ  
حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  
وَعَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا  
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ  
وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا  
أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ  
فِي بَيْنِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে  
যদি কেহ হাতছাড়া হয়ে

১১. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ

## হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিম হিজরাতকারিনীকে কাফিরের কাছে ফেরৎ না পাঠানোর নির্দেশ

সূরা ফাত্হর তাফসীরে হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের মধ্যে যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে কাফির মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে তাকে তিনি মাক্কাবাসীর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআনুল কারীম এর মধ্য হতে ঐ মহিলা বা নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনে এবং খাঁটি মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেননা।

কুরআনুল কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত। কারও কারও মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী।

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, যখন কোন মহিলা হিজরাত করে তাদের কাছে চলে আসে তখন যেন তার ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নেয়। যদি প্রমাণিত হয় যে, সে মু‘মিনা তাহলে তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ হবেনা। কারণ কাফিরেরা তাদের জন্য বৈধ নয় এবং তারাও কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। ‘আল মুসনাদ আল কাবীর’ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন জাহস (রহঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উম্মে কুলসুম বিন্ত উক্কা ইব্ন আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাত করে মাদীনায়ে চলে যান। উকবাহ এবং ওয়ালীদ নামক তাঁর

দুই ভাই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চুক্তি করেছিলেন তা থেকে মহিলাদের ব্যাপারটি বাতিল করেন এবং মু‘মিনা নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেন। (বুখারী ৪১৮০, ৪১৮১)

ইমাম আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তাদের পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি ছিল : তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, পরীক্ষা করার অর্থ হল, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কেন তারা হিজরাত করেছে। যদি বুঝা যেত যে, তারা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য হিজরাত করেছে তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হত। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন জাগতিক কারণে হিজরাত করেছে যা তোমরা বুঝতে পারবে যে, সে ইসলামের কারণে হিজরাত করেনি তাহলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৩২৬)। মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ‘যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা (নারীরা) মু‘মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেনা।’ এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কারও ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

## মুসলিমার জন্য কাফির এবং মুসলিমের জন্য কাফিরাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ মু‘মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু‘মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। এই আয়াত এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে হারাম করে দিয়েছে। ইতোপূর্বে মু‘মিনা নারীদের বিবাহ কাফিরদের সাথে বৈধ ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যাইনাবের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল আবুল আ‘স ইব্ন রাহীর (রাঃ) সাথে, অথচ ঐ সময় আবুল আ‘স কুফরীর উপর ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনিও কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। ঐ যুদ্ধে যে কাফিরেরা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। যাইনাব (রাঃ) তাঁর মাতা খাদীজার (রাঃ) হারটি তাঁর স্বামী আবুল আ‘সের (রাঃ)

মুক্তিপণ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে মুসলিমদেরকে বলেন : ‘যদি তোমরা আমার কন্যার বন্দীকে মুক্তি দেয়া পছন্দ কর তাহলে তাকে মুক্ত করে দাও।’ মুসলিমরা মুক্তিপণ ছাড়াই সম্ভ্রষ্টচিত্তে আবুল আ’সকে (রাঃ) মুক্ত করে দিতে সম্মত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর কন্যা যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আ’স (রাঃ) তা স্বীকার করেন। মাক্কায় গিয়ে তিনি যায়িদ ইব্ন হারিসার (রাঃ) সাথে যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। (আবু দাউদ ৩/১৪০) এটা হল দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। যাইনাব (রাঃ) মাদীনায়ই অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অষ্টম হিজরীতে মহান আল্লাহ আবুল আ’স ইব্ন রাহীকে (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন এবং তিনি মুসলিম হয়ে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যাকে পূর্বের বিবাহের উপরই নতুন মহর ছাড়াই আবুল আ’সের (রাঃ) কাছে সমর্পণ করেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা বলেন :

وَآتَوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوا কাফির স্বামীরা তাদের ঐ মুহাজিরা স্ত্রীদের জন্য যা ব্যয় করেছে তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন মহর। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ হে মু’মিনগণ! এখন তোমরা হিজরাতকারিণী ঐ মুহাজিরা মু’মিনা নারীদেরকে মহর দিয়ে বিয়ে করে নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। ইন্দ্রাত অতিক্রান্ত হওয়া, ওলী নির্ধারণ করা ইত্যাদি যেসব বিষয় বিয়ের জন্য শর্ত, এসব শর্ত পূরণ করে ঐ মুহাজির নারীদেরকে যেসব মুসলিম বিয়ে করতে চায় করতে পারে। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ হে মু’মিনগণ! তোমরা ঐ নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখনা যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। অনুরূপভাবে কাফিরা নারীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম।

একটি সহীহ হাদীসে মিসওয়ান (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের সাথে হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করার পর কিছু মহিলা মাদীনায় হিজরাত করেন। তাদের ব্যাপারেই إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

مُهَاجِرَاتُ এই আয়াতটি নাযিল হয়। এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই উমার (রাঃ) তাঁর দু'জন কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন যাদের একজনকে মুআবিয়া ইব্ন আবি সুফিয়ান (রাঃ) বিয়ে করেন এবং অপরজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সাথে। (ফাতহুল বারী ৫/৩৯১)

ইব্ন শাওর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) বলেছেন : এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার পর ওখানেই অবস্থান করছিলেন। ঐ চুক্তিতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন যে, যে সমস্ত মহিলা কাফিরদের কাছ থেকে তাঁর কাছে চলে আসবে তিনি তাদেরকে মাক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিছু মহিলা হিজরাত করে চলে আসার পর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন যে, ঐ সমস্ত মহিলাদের জন্য তাদের স্বামীরা যে মহর প্রদান করেছে তা যেন তাদের স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করেন যে, ঈমান আনার পর যে মহিলা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় সে যেন তার মুসলিম স্বামীর দেয়া মহর ফেরত দেয়। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এরপর বলেন :

وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের (কাফিরা) স্ত্রীদের উপর যা খরচ করেছ তা তোমরা কাফিরদের নিকট হতে নিয়ে নাও যখন তারা তাদের কাছে চলে যাবে। আর কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে তোমাদের নিকট চলে আসবে তাদেরকে তোমরা তা দিয়ে দাও যা তারা তাদের এই স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছে।

ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি মু'মিনদের মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বান্দাদের জন্য কি যোগ্য ও উপযুক্ত তা তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। কারণ সর্বতোভাবে তিনিই প্রজ্ঞাময়।

وَأِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ... এই আয়াতের ভাবার্থে মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এই বর্ণনা করেন : হে মু'মিনগণ! যে কাফিরদের সাথে তোমাদের সন্ধি ও চুক্তি হয়নি, যদি কোন স্ত্রী তার মুসলিম স্বামীর ঘর হতে বের হয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয় তাহলে এটা প্রকাশমান যে, তার মুসলিম স্বামী তার জন্য যা খরচ করেছে তা তারা ফেরত দিবেনা। সুতরাং এর বিনিময়ে তোমাদেরকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, যদি তাদের মধ্য হতে কোন নারী মুসলিম হয়ে

তোমাদের মধ্যে চলে আসে তাহলে তোমরাও তার স্বামীকে কিছুই দিবেনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে দেয়। (তাবারী ২৩/৩৩৮)

যুহরী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরাতো আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম পালন করেছিল এবং কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল, তাদের স্বামীদেরকে তারা তাদের দেয়া মহর ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিমদেরকে অনুমতি দিয়ে বলা হয় : যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেহ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তারা (কাফিরেরা) যদি তোমাদেরকে তোমাদের খরচকৃত জিনিস ফেরত না দেয় তাহলে যখন তাদের মধ্য হতে কোন নারী তোমাদের নিকট চলে আসবে তখন তোমরা তোমাদের কৃত খরচ রেখে দেয়ার পর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে তা তাদেরকে (কাফিরদেরকে) প্রদান করবে, অন্যথায় মুআমালা এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদেরকে কিছুই দিতে হবেনা। (তাবারী ২৩/৩৩৭)

১২। হে নাবী! মু'মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বাইআ'ত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং সত্য কাজে তোমাকে অমান্য করবেনা তখন তাদের বাইআ'ত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱۲. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ  
الْمُؤْمِنَتُ يَبَايِعُكَ عَلَىٰ اَنْ لَا  
يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ  
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَدَهُنَّ وَلَا  
يَاْتَيْنَ بِبُهْتَنٍ يَفْتَرِيْنَهُۥ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ  
وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي  
مَعْرُوفٍ ۚ فَبَايِعْهُنَّ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ  
اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

## মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে যে বাইয়াত নেয়া হত

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘যেসব মুসলিম নারী হিজরাত করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসত তাদের পরীক্ষা এই আয়াত অনুসারেই নেয়া হত। যারা এ কথাগুলি স্বীকার করে নিত তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : ‘আমি তোমাদের নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলাম।’ তিনি কখনও তাদের হাতে হাত রাখতেননা। আল্লাহর শপথ! বাইআত গ্রহণের সময় তিনি কখনও কোন নারীর হাতে হাত রাখেননি। শুধু মুখে বলতেন : ‘আমি এই কথাগুলির উপর তোমাদের বাইআত গ্রহণ করলাম।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪)

উমাইমাহ বিন্ত রুকাইকাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘কয়েকজন মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণের জন্য হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী আমাদের নিকট হতে আহাদ-অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আমরা এগুলি স্বীকার করে নিলে তিনি বলেন : ‘আমরা আমাদের শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করব’ এ কথাও বল। আমরা বললাম : আমাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণা আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবেননা? তিনি উত্তরে বললেন : ‘না, আমি নারীদের সাথে করমর্দন করিনা। আমার একজন নারীকে বলে দেয়া একশ’ জন নারীর জন্য যথেষ্ট।’ (আহমাদ ৬/৩৬৭, তিরমিযী ৫/২২০, ইব্ন মাজাহ ২/৯৫৯, নাসাঈ ৭/১৪৯, ৬/৪৮৮)

উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত করলাম, তখন তিনি আমাদের সামনে ... لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইআত গ্রহণকালীন সময়ের মাঝেই একজন মহিলা তার হাতখানা টেনে নেয় এবং বলে : ‘মৃতের উপর বিলাপ করা হতে বিরত থাকার উপর এখনই বাইআত করছি। কারণ অমুক মহিলা আমার অমুক মৃতের উপর বিলাপ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এর বিনিময় হিসাবে তার মৃতের উপর আমাকে বিলাপ করতেই হবে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এ কথা শুনে নীরব থাকলেন, কিছুই বললেননা। অতঃপর সে চলে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পর সে ফিরে এসে বাইআত করল। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ২/৬৪৬)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাজলিসে আমাদেরকে বলেন : ‘আমার কাছে এই বাইআত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, যিনা করবেনা, তোমাদের শিশুদেরকে হত্যা করবেনা। অতঃপর তিনি إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি এই বাইআতকে ঠিক রাখবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে। যারা এর থেকে বিচ্যুত হবে এবং শরয়ী আইনে শাস্তি পাবে ঐ শাস্তি তার পাপের কাফফারা স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করবে এবং তা মুসলিম হুকুমতের কাছে গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে তার হিসাব আল্লাহ তা‘আলার নিকট রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন।’ (আহমাদ ৫/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/৫০৬, মুসলিম ৩/১৩৩৩) মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ হে নাবী! মু‘মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট বাইআত করার জন্য আসে অর্থাৎ যখন তারা তোমার কাছে এসব শর্তের উপর রাইআত করার জন্য আসে তখন তুমি তাদের নিকট হতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ কর যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবেনা, অপর লোকের মাল চুরি করবেনা। তবে হ্যাঁ, যার স্বামী তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে খাদ্য ও পোশাক না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য এটা বৈধ যে, সে তার স্বামীর মাল হতে নিজের প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে, যদিও তার স্বামী তা জানতে পারুক অথবা না পারুক। এর দলীল হচ্ছে হিন্দা সম্পর্কীয় হাদীসটি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন কৃপণ লোক। তিনি আমাকে এই পরিমাণ খরচ দেননা যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর অজান্তে তাঁর মাল হতে কিছু গ্রহণ করি তাহলে তা আমার জন্য বৈধ হবে কি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম



বলেন : ‘প্রচলিত পন্থায় তুমি তার মাল হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়।’ (ফাতহুল বারী ১৩/১৮৩, মুসলিম ৩/১৩৩৮) মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَزْنِينَ তারা ব্যভিচার করবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হোনোনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট  
আচরণ। (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩২)

সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যভিচারের শাস্তি জাহান্নামের অগ্নির যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ ৫/৯)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বিন্ত উত্বাহ্ (রাঃ) যখন বাইআত করার জন্য আগমন করেন এবং তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ... لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَزْنِينَ ... আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি লজ্জায় তাঁর হাতখানা তাঁর মাথার উপর রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই লজ্জা দেখে মুগ্ধ হন। তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন : ‘হে মেয়ে! বাইআত নাও, সবাই এই শর্তগুলির উপর বাইআত করেছে।’ এ কথা শুনে তিনিও বাইআত করেন। (আহমাদ ৬/১৫১)

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবেনা। এই হুকুমটি সাধারণ। ভূমিষ্ট হয়ে গেছে এরূপ সন্তানও এই হুকুমেরই আওতায় পড়ে। যেমন জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের সন্তানকে পানাহারের ভয়ে হত্যা করত। আর সন্তান গর্ভপাত করাও এই নিষেধাজ্ঞারই আওতাধীন, তা যে কোন অজুহাত দেখিয়েই করা হোকনা কেন। মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِمَا يَفْتَرِيَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ

অপবাদ রচনা করে রটাবেনা। ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর একটি ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীর সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানকে তাদের স্বামীর সন্তান বলবেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ তারা সৎ কাজে তোমাকে (নাবী সঃ-কে) অমান্য  
করবেনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাল (সৎ) কাজের

নির্দেশ দিবেন তা তারা মেনে চলবে এবং যা হতে নিষেধ করবেন তা হতে তারা বিরত থাকবে। ইহা হল মহিলাদের মেনে চলার শর্তসমূহের মধ্যের একটি শর্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নির্ধারণ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ) বলেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের আদেশকে মেনে চলতে বলেছেন। এবং এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম বাধ্যবাধকতা। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : 'দেখুন, সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার হুকুমও শুধু সৎ কাজেই রয়েছে। (তাবারী ২৩/৩৪৫) এই বাইআত গ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের নিকট হতে মৃতের উপর বিলাপ না করার স্বীকৃতিও নিয়েছিলেন, যেমন উম্মে আতিয়্যার (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করার শর্তের উপর একটি নারী বলেছিল : 'অমুক গোত্রের মহিলারা আমার বিলাপের সময় আমার সাথে বিলাপে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের বিলাপের সময় আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়ে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করব (বিলাপ করব)।' তখন তাকে তাদের বিলাপে যোগ দেয়ার জন্য যেতে বলা হয়। সুতরাং সে যায় ও তাদের বিলাপে যোগ দেয় এবং সেখান হতে ফিরে এসে আর বিলাপ না করার উপর বাইআত করে। উম্মে সুলাইম (রাঃ), যাঁর নাম ঐ দুই মহিলার মধ্যে রয়েছে যাঁরা বিলাপ না করার বাইআত পূর্ণ করেছিলেন, তিনি হলেন মিলহানের মেয়ে এবং আনাসের (রাঃ) মা। (বুখারী ৪৮৯২)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীদ ইব্ন আবী আসীদ আল বাররাদ (রহঃ) বলেন যে, এক মহিলা যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন, তিনি বলেন : যে সমস্ত শর্তের উপর আমরা বাইআত নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল সৎ কাজের আদেশ যা তিনি আমাদেরকে নাসীহাত করেছেন, আমরা আমাদের মুখমন্ডল আঁচড়াবনা, চুল উপড়ে ফেলবনা এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলবনা (বিলাপ করার সময়)।

১৩। হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করনা, তারাতো আখিরাত সম্পর্কে

۱۳. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন  
হতাশ হয়েছে কাফিরেরা  
সমাধিস্থদের বিষয়ে।

قَدْ يَيْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَيْسَ  
الْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

এই সূরার শুরুতে যে হুকুম ছিল ওটাই শেষে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইয়াহুদী, নাসারা এবং অন্যান্য কাফির, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত, যাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়েছে এবং যারা তাঁর রাহমাত ও ভালবাসা হতে দূরে রয়েছে, তাদের সাথে যেন মুসলিমরা বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَمَا يَيْسَ الْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ তারা আখিরাতের পুরস্কার হতে এবং তথাকার নি'আমাত হতে এমনই নিরাশ হয়েছে যেমন নিরাশ হয়েছে কাবরবাসী কাফিরেরা।

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, যেমন জীবিত কাফিরেরা তাদের মৃত কাবরবাসী কাফিরদের পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান হতে নিরাশ হয়েছে। ফলে কখনও আর তাদের সাথে দেখা হওয়ার আশা নেই। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যেমন মৃত কাবরবাসী কাফিরেরা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা মরে আখিরাতের শাস্তি অবলোকন করেছে এবং এখন তাদের কোন প্রকার কল্যাণ লাভের আশা নেই।

আল আমাশ (রহঃ) আবু আদ দুহা (রহঃ) হতে, তিনি মাশরুক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, كَمَا يَيْسَ الْكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ আয়াতের অর্থ হচ্ছে : কাফিরদের মৃত্যুর পর যখন তাদের পাপের শাস্তির কথা জানতে পারে তখন নিরাশ হয়ে যায়। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং মানসুরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৪৮)

সূরা মুমতাহিনাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।